দৈনিক ইত্তেফাক
দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 22 AUG 1991
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

50

বিশ্ববিদ্যালয় খুলিবার শর্ত

নিরাপত্তাহীনতার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলিতেছে না বলিয়া পত্রান্তরে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় খুলিবার পূর্বশর্ত হইতেছে, ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা। বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেটের জনৈক সদস্য জানাইয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয় খোলার জন্য এই পূর্বশর্ত সম্পন্ন করিতে এই মাস পুরাটা লাগিয়া যাইবে। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সরকার ও রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গের নিকট ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা চাহিবেন। ইহার জন্য ডিসি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়াও জানা গিয়াছে। উল্লেখ্য যে কিছুকাল আগে আমরা সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন চাই, শীর্ষক এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় নিবন্ধে দেশবাসীর আশা-আকাংক্ষার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছিলাম, রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতীক্ষিত বৈঠকের প্রেক্ষিতে শিক্ষাঙ্গনসমূহ অতঃপর অস্ত্র ও সন্ত্রাস মুক্ত হইতে পারে বলিয়া আশা করা চলে। দেশবাসীর সেই আশা বাস্তবায়িত হওয়ার অবকাশ পায় নাই। পুনরায় শিক্ষাঙ্গন উত্তপ্ত ও বারুদের গন্ধে বিষায়িত হইয়া উঠিয়াছে। তাছাড়া ইহাও আমরা উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, প্রধানমন্ত্রীর (যিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও) সহিত সকল রাজনৈতিক দলের সদস্যদের খোলাখুলি মত বিনিময়ের পরেও শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস অব্যাহত রহিয়াছে এবং ইহার জন্য এক দল অপর দলের উপর দোষারোপ করিয়া চলিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস বন্ধের ব্যাপারটি জাতীয় সংসদেও আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস বন্ধ হয় নাই।

বহির্বিশ্বের কথা আজ বাদই দিলাম। এই দক্ষিণ এশিয়ার সার্কভুক্ত আরো ৬টি দেশ রহিয়াছে। সে সব দেশেও রাজনৈতিক অস্থিরতা রহিয়াছে এবং জন-জীবনের দুঃখ-দুর্ভোগ কম নাই। কিন্তু উহাদের কোনটিতেও তো দিনের পর দিন মাসের পর মাস ধরিয়া শিক্ষাঙ্গনে এহেন অস্ত্র, বোমাবাজি ও সন্ত্রাস চলে না। কোন দেশের এই ধরনের উচ্চ শিক্ষালয়সমূহ দিনের পর দিন ধরিয়া বন্ধ থাকে না। ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়ার বারোটা বাজাইয়া কি সরকারী মহল অথবা কি অপজিশন—কেহই দেশোন্নয়নের গালভরা বুলি আওড়ান না। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হইলেও সত্য যে, আমাদের দেশই একমাত্র দেশ—যেদেশে এই মুহূর্তে ৮০টিরও বেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রহিয়াছে। কারণ, ওই অস্ত্র, ওই সন্ত্রাস এবং ওই এক দল কর্তৃক অপর দলকে দোষারোপ করিয়া নিজেদের নিষ্কলুষ প্রমাণ করিবার উদগ্র বাসনা।

অনেকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসের কারণ ছাত্ররাজনীতি। আমরা ছাত্র রাজনীতির বিরোধী নহি। কিন্তু শুধু আমরা কেন, কোন অভিভাবকই চাহেন না যে, উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে গিয়া সন্তান-সন্ততি লাশ হইয়া ঘরে ফিরুক, বা আহত বিকলাঙ্গ হইয়া দুর্বিষহ জীবন-যাপন করুক। কেহই চাহেন না, উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে গিয়া সন্তান-সন্ততি মাস্তানে পরিণত হউক কিংবা মাস্তানবাজির অসহায় শিকারে পরিণত হউক, সেসন জটে আটকা পড়িয়া তরুণ জীবনের মূল্যবান সময় অপচয় করুক। কিন্তু তবুও কেন গোটা দেশের ভবিষ্যৎ বলিয়া কথিত এক একটি নূতন প্রজন্মের উচ্চ শিক্ষার আশা-ভরসা অবৈধ অস্ত্রের মুখে কিভাবে প্রতিনিয়ত বানচাল হইয়া যাইতেছে? এই সব অস্ত্র, এত সব অস্ত্র আসে কোথা হইতে? কাহারা ইহার যোগানদার? এই সব অস্ত্রের উৎস ও সরবরাহ কি বন্ধ করা যায় না? ইহা কি এতই দুরূহ?

আমরা অভিভাবকের সমস্ত উদ্বেগ লইয়াই আজ বলিতে চাই, যিনি যাহাই বলুন, যাহার বক্তব্যের সপক্ষে যত যুক্তিই থাকুক, শিক্ষাঙ্গন সমূহের এই অরাজক, অস্বাস্থ্যকর ও উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি ও বন্ধ হইয়া থাকাটা কি কোন অদৃশ্য হস্তের কারসাজির ফল? এই দেশকে আগাইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না, এই জাতিকে সকল দিক দিয়া পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ করা হইবে, ইহা কি কাহারও অভিপ্রায় হইতে পারে কিন্তু বিশ্বাস-অবিশ্বাস যাহাই হউক, ঘটনা ঘটিতেছে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বন্ধ হইয়া যাইতেছে। আমাদের প্রস্তাব, পোস্ট গ্রাজুয়েট পর্যায়ের অনার্স ও এম, এ, এম, এস-সি প্রভৃতি শিক্ষা কোর্স দেশের গুটিকয়েক কলেজে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া অবিলম্বে সকল কলেজে চালু করা হউক এবং সেই কলেজগুলিকে পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স চালু করিবার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলা হউক। বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস বন্ধের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি কার্যকর এই ব্যবস্থা গৃহীত হইলে তাহা সুফলদায়ক হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।